৯.১। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তুলনা (Comparison between liberal democracy and socialist democracy):

প্রথমতঃ, উৎপাদন-পন্থার মালিকানা এবং বন্টনব্যবস্থার দিক দিয়ে উভয় ধরনের গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ করা যায়, কেননা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে উৎপাদন-পন্থা ও বন্টনে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত বা জনগণের মালিকানা ও বন্টনব্যবস্থার স্বীকৃতি দেখা যায়। ফলে 'ব্যক্তিগত মুনাফা' কথাটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে একেবারে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জনগণের অধিকারের প্রশ্নেও উভয় ধরনের গণতন্ত্রের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেননা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যেখানে ব্যক্তির আইনগত এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে এই দু'ধরনের অধিকার ছাড়াও অর্থনৈতিক অধিকারের অনুমোদন ও রক্ষার ব্যবস্থা থাকে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বাক্ স্বাধীনতা, সম্পত্তির স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকারই স্বীকৃত।

তৃতীয়ত ঃ, ক্ষমতার বিভাজন নীতিটি স্বীকার করা হবে কিনা এই প্রশ্নেও উভয় গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ক্ষমতার বিভাজন নীতি শুধু স্বীকৃত তা নয়, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ক্ষমতা-বিভাজন নীতি মানা হয় না, ফলে তা অনুসরণেরও প্রশ্ন ওঠে না।

চতুর্থতঃ গণমাধ্যমগুলোর (Mass media) নিয়ন্ত্রণ নীতিটি নিয়েও উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। কেননা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে গণমাধ্যমগুলো যেমন— সংবাদপত্র, দূরদর্শন, বেতার ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হয় না, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে এই গণমাধ্যমগুলোর কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার নিদর্শন দেখা যায়। ফলে এইসব গণমাধ্যমগুলোর কোন স্বাধীনতা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রক্ষিত হয় না।

পঞ্চমতঃ, একদল, না বহুদলের অস্তিত্ব থাকবে এই প্রশ্নেও এই দু'ধরনের গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ করা যায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যেখানে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব এবং ক্ষমতাদখলের সুযোগ স্বীকৃত, সেখানে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব স্বীকৃত, যেটি চূড়ান্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অধিকার ভোগ করে।

ষষ্ঠতঃ, যে-কোন সমাজেই ব্যক্তিদের বা নাগরিকদের বিভিন্ন সংগঠনের অধিকার দেওয়া হয়। এইসব গণতান্ত্রিক সংস্থার স্বাধীনতা দেওয়া হবে কিনা এই প্রশ্নেও উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেননা প্রথমোক্ত গণতন্ত্রে এইসব সংস্থা, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত নয়। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে এইসব প্রতিষ্ঠানের উপর ব্যাপকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। কেননা, তা না হলে ঐ সব সংস্থা সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে।